ব্যঙ্গ রঙ্গ রঙ্গ

কার্টুন : মোরশেদ মিশু

আমার পরান 'টাহা' চায়

● ইকবাল খন্দকার

মানুষের মন তথা পরান অনেক কিছু চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের পরানের চাওয়া কেমন যেন একটা বস্তুর ওপর স্থির হয়ে গেছে। বস্তুটা হচ্ছে টাহা আইমিন টাকা। টাকার জন্য আমরা জীবন দিয়ে ফেলতে পারি। টাকার জন্য আমরা অন্যের জীবন নিয়ে নিতে পারি। প্রথমেই চলে যাওয়া যাক কসাই প্রসঙ্গে। না, পশু কাটার কসাই না। বরং মানুষের গলা কাটার কসাই। জি, আমি ডাক্তারের কথা বলছি। তবে সব ডাক্তার না, কিছু কিছু ডাক্তার। তো কসাই প্রজাতির এসব 'কিছু কিছু' ডাক্তারদের মধ্য থেকে একজন ডাক্তারের সঙ্গে সম্প্রতি আমার পরিচয় হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনারা টাকার জন্য একটা রোগীকে মেরেও ফেলতে পারেন, আবার বাঁচাতেও পারেন। কেন, আপনারা এত টাকা টাকা করেন কেন? ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– ভাইরে, টাকা টাকা করি এই জন্য, কারণ আমি বাংলাদেশে জন্মেছি। আজ যদি আমেরিকায় জন্মাতাম, তাহলে আজ টাকা টাকা না করে ডলার ডলার করতাম। কারণ আমেরিকার মুদ্রার নাম– ডলার। হা হা হা।

আগে আমরা বিশ্বাস করতাম শিক্ষকরা সমাজে সবচেয়ে নির্লোভ। টাকা-পয়সার প্রতি তাদের একদমই আকর্ষণ নেই। কিন্তু এখন কিছু কিছু শিক্ষক আমাদের সেই বিশ্বাসকে ভেঙে কয়েক টুকরো করে দিয়েছে। কারণ তারা এখন বড় বড় কোচিংয়ের কর্ণধার। কদিন আগে এক শিক্ষককে বললাম– আপনারা ক্লাসে ভালো করে পড়ালেই তো ছাত্রদেরকে টাকা খরচ করে কোচিং করতে হয় না। এই যে আপনারা বাড়তি টাকা কামানোর জন্য ফন্দি ফিকির করছেন, এটা কি ঠিক? শিক্ষক বললেন– আমরা খেয়াল করে দেখেছি দিন দিন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে ভাটা পড়ছে। অথচ আগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা কতই না মধুর ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আবার সেই মধুর সম্পর্ক তৈরি করতেই আমরা কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। আমি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললাম– বুঝলাম না আপনার কথা। শিক্ষক বললেন– স্কুলে ছাত্ররা-শিক্ষকের সান্নিধ্যে কতক্ষণইবা থাকে। এই অল্পসময় ছাত্ররা শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থাকে বলেই তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা মধুর হয় না। তাই ছাত্ররা যাতে আরো ২-৩ ঘণ্টা শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকতে পারে, এই জন্য আমরা কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। আসলে টাকা-পয়সা কোনো বিষয় না। পাঠক, টাকার লোভে যারা অন্ধ, তাদের যুক্তিগুলো এমন খোঁড়াই হয়ে থাকে।

এইবার এক জনপ্রতিনিধির কথা বলা যাক। একটু খেয়াল করে শুনুন তার যুক্তি কতটা খোঁড়া। তো এই জনপ্রতিনিধি টাকা বানানোর জন্য হেন কোনো আকাম নেই, যা করেননি। রিলিফের টিন বিক্রি করা, সরকারি চাল বিক্রি করা, রাস্তা নির্মাণের টাকা নিজের পকেটে ঢোকানো ইত্যাদি ইত্যাদি। স্থানীয় এক পত্রিকার সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন– এই যে অবৈধ উপায়ে আপনি এত এত টাকা উপার্জন করছেন, আপনার কি অনুশোচনা হয় না? জনপ্রতিনিধি হেসে বলল– এই তো একটা ফাউল কথা বললেন। আমি একটা মহৎ উদ্দেশে টাকা উপার্জন করছি। আর আপনি কিনা বলছেন...। সাংবাদিক অবাক হলেন– মহৎ উদ্দেশ্য! জনপ্রতিনিধি বললেন– জি, আমি জীববৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য বেশি বেশি টাকা উপার্জন করছি। কুমিরের কথাই ধরা যাক। কুমির কিন্তু দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমি বেশি টাকার মালিক হলে দেশে একটা কুমির হলেও বাড়বে। কারণ আমি তখন হয়ে যাব– 'টাকার কুমির'। ■

আজব মিল

গোঁফ এবং টাকার ছবি পাশাপাশি দেয়া থাকবে। নিচে লেখা থাকবে– 'গোঁফ এবং টাকার মধ্যে আজব একটা মিল আছে। মানুষ গোঁফও 'কামায়' আবার টাকাও 'কামায়'।

'ছুরি এবং টাকার মধ্যে আজব একটা মিল আছে। কারণ 'ধার' কথাটি দুটো জিনিসের সঙ্গেই জড়িত। মানুষ ছুরি 'ধার' দেয়, আবার টাকাও 'ধার' দেয় বা নেয়।

প্রশ্ন থেকেই যায়

● যার মনে অনেক দয়া আছে, তাকে বলা হয় দয়াবান। যার ম্যালা ক্ষমতা আছে, তাকে বলা হয় ক্ষমতাবান। যার কাছে অনেকগুলো ক্রিকেট বল অথবা ফুটবল কিংবা টেনিস বল আছে, তাকে কি বলা যাবে– 'বলবান'?

● যিনি দোকানের মালিক, তাকে বলা হয় দোকানদার। জমিদার বলা হয় তাকে, যিনি অনেক অনেক জমির মালিক। তাহলে যিনি দুধের সরের মালিক, তাকে কি বলা যাবে– 'সরদার'?

● পাজামা বা পায়জামা বলতে আমরা সেই জামাকে বুঝে থাকি, যে জামা পায়ে পরা হয়। অথবা যে জামা দিয়ে পা ঢাকা হয়। যেহেতু মোজা দিয়েও পা ঢাকা হয়, তাহলে কি মোজাকেও 'পাজামা' বলা যাবে?